বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প
অভয়নগর,যশোর।

ইরেসপোভূক্ত অভয়নগর উপজেলাধীন পুড়াখালি মধ্যপাড়া এমবিএসএস লিঃ এর ম্যানেজার শাহিনুর বেগম এর সফলতার কাহিনী।

পরিচিতি ঃ-

নাম ঃ শাহিনুর বেগম
স্বামীর নাম ঃ সেলিম আল নুর
বয়স ঃ ৩৮ বৎসর
সমিতির নাম ঃ পুড়াখালি মধ্যপাড়া এমবিএসএস লিঃ
সমিতির নিবনন্ধন নং- ঃ ২৯ অভয় তারিখ -০৬/০৫/২০০৩ খ্রিঃ।
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ পুড়াখালী,ডাকঘর-শ্রীধরপুর,উপজেলা-অভয়নগর,জেলা-যশোর।

ভূমিকা ঃ

শাহিনুর বেগম যশোর জেলাধীন অভয়নগর উপজেলার পুড়াখালী গ্রামের মধ্যপাড়ার হত দরিদ্র পরিবারের একমহিলার নাম। ২০০৩ সালের গোড়ারদিকে স্বামী সেলিম আল নুর এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ ০৪ জনের সংসারে স্বামীর সামান্য ক্ষুদ্র কুঠির শিল্পে দিন মজুরের টাকায় সে সংসার চালাত। সেখানে নিতান্তই অসহায় চিত্তে সংসার ও বাচ্চাদের অসস্থা পরিলক্ষিত করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা । এহেন পরিস্থিতিতে জুন'২০০৩ সালে তার সাথে পরিচয় ঘটে দমআক প্রকল্পের মাঠ সংগঠক আরজুয়ারা খানম এর সাথে। আরজুয়ারা খানম এর উৎসাহে তিনি দমআক প্রকল্পের আওতায় একটি প্রাথমিক সমিতি গঠন করেন। শুরুতে ২০০২-২০০৩ সালে শাহিনুর বেগম ৭,০০০/= টাকা ঋণ গ্রহন করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি ১০ শতক আবাদি জমি বন্ধক রেকে সবজি চাষ শুরু করেন। ঋনের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধের পরেও তিনি নীট মুনাফা অর্জন করেন ৫,০০০/= টাকা। এর পর তিনি প্রতি বছর এ সমিতির মাধ্যমে ঋণ গ্রহন করতে থাকেন এবং এ পর্যন্ত তিনি এ সমিতি হতে সর্বমোট ঋণ গ্রহন করেছেন ৯০,০০০/= টাকা। বর্তমানে সমিতিতে তার শেয়ার-সঞ্চয়ের পরিমান ২২,০০০/= টাকা।

অত্র প্রকল্পের সহায়তায় তিনি টাঙ্গাইল প্রশিক্ষন কেন্দ্র হতে দর্জি বিদ্যার উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। প্রশিক্ষন পরবর্তীকালে তিনি নিজ বাড়িতে দর্জিবিদ্যার ক্ষুদ্র কারখানা এবং পাশাপাশি তার স্বামী ও ছেলের সহায়তায় পার্শবর্তী জমি ইজারা গ্রহনের মাধ্যমে ধান ও শাক-সবজির চাষাবাদ করেন। উক্ত জমিতে তার স্বামী ও ছেলে এবং সমিতির সদস্যরা দিন মজুর হিসাবে কাজ করেন। এতে করে তার সমিতির সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এবং সংসারে অভাব অনটন মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে অত্র সমিতির ম্যানেজার নির্বাচিত হন। শাহিনুর বেগম হয়ে ওঠেন অত্র উপজেলার দমআক প্রকল্প ভূক্ত সকল সদস্যদের কাছে একজন সফল সমবায়ী ও স্বাবলম্বী নারী।

শাহিনুর বেগম অত্র প্রকল্প হতে নেতৃত্বের বিকাশ, গবাদি পশু পালন,সবজি চাষ,ঋণ গ্রহণ ও ঋনের ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান, যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতাকে তিনি তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার সমিতির সকল সদস্যদের মাঝে। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে তিনি সদস্যদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহ করেন। স্থানীয় পশু হাসপাতাল হতে সরবরাহকৃত হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর প্রতিষেধক টীকা সংগ্রহ করে এলাকার জনসাধারনের কল্যানার্থে বিতরন করে থাকেন, ব্লক সুপারভাইজারদের সাথে যোগাযোগ করে শাক-সবজি চাষ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। সমিতির সকল সদস্যদের কে স্বাক্ষর জ্ঞান দানে সক্ষম হয়েছেন। সমবায় বিধি মোতাবেক তার সমিতির অডিট, এজিএম, নির্বাচন পরিচালিত হয়ে থাকে। এক কথায় ১০ (দশ) বছর পূর্বে শাহিনুর বেগম ও বর্তমানে শাহিনুর বেগম এর সফলতা -

১। তিনি কাঁচা ঘর থেকে ৪ কাঠা জমির উপর ০৩ রুম বিশিষ্ট পাকা বিল্ডিং ঘরের মালিক হয়েছেন।
২। নিজ জমিতে দর্জির বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করেছেন যার পুঁজি প্রায় ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার উপরে।
৩। তার একটি ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও একটি মেয়ে অষ্টম শ্রেনীতে পড়াশুনা করে।
৪। তার ০২ টা গাভী আছে।
৫। তিনি একজন সফল সমবায়ী ও স্বাবলম্বী নারী।